সমকাল

তারিখ ..23 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১-৬...

# ছাত্রলীগের বাধায় নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

■ ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনার্সের তিনটি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে ঘুষ-বাণিজ্যের অভিযোগ তুলে ছাত্রলীগের একাংশ বাধার সৃষ্টি করায় নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল শনিবার নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় কলেজের ভেতরে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। এর পরই নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কলেজ এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

**ঈশ্বরগঞ্জ কলেজ**

কলেজে বাংলা, হিসাববিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতকের (সম্মান) জন্য ১৫ শিক্ষক নিয়োগ দিতে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২ এপ্রিল প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। বাংলা বিভাগে ১৯, হিসাববিজ্ঞান বিভাগে ১৭ ও সমাজকর্ম বিভাগে ১৫ জন আবেদন করেন। শনিবার সকাল ১০টায় নিয়োগ পরীক্ষার সময় নির্ধারণ হয়। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিনিধি দল আসে বেলা ১১টায়। এদিকে শিক্ষক নিয়োগে প্রায় এক কোটি টাকার বাণিজ্য করা হচ্ছে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্পবিষয়ক সম্পাদক আবদুছ ছাত্তারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলে নিয়োগ বন্ধে উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম বুলবুলের সমর্থকরা কলেজ এলাকায় অবস্থান নেন। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ ও উপজেলা চেয়ারম্যানের 'এসবি' গ্রুপের কর্মীরা কলেজে অবৈধ নিয়োগ বন্ধে মিছিল বের করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কলেজ এলাকায় প্রায় এক প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এ পরিস্থিতিতে কলেজে কর্তৃপক্ষ নিয়োগ পরীক্ষা অনিবার্য কারণ দেখিয়ে স্থগিত করে। পরীক্ষা স্থগিতের পর ছাত্রলীগের একাংশ ও উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদ হাসান সুমনের সমর্থকরা শহরে আনন্দ মিছিল বের করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ ও নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম খান বলেন, কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা রফিকুল ইসলাম বুলবুল, জব্বার ভুঁইয়া, মতিউর রহমান, শহীদুল ইসলাম ও আলী আজগর ভুঁইয়া নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করার জন্য প্রতিনিধি দলের কাছে আহ্বান জানান। তারা বলেন, কমিটির মিটিং করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ওই সময় কলেজের ভেতরে ছাত্রলীগের কিছু ছেলে মিছিল করে। এতে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্য হচ্ছে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি।

রফিকুল ইসলাম বুলবুল বলেন, কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত ছিল যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। তবে সভাপতি তার শ্যালক সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতি মাহবুবুর রহমানের মাধ্যমে ১৫ জনের কাছ থেকে প্রায় এক কোটি টাকা নিয়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার পাঁয়তারা করেন। এর আগেও সভাপতি টাকার বিনিময়ে অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন কলেজে। নতুন শিক্ষক নিয়োগ চলাকালে শিক্ষার্থীরাই এর প্রতিবাদ করে।

তবে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি সাবেক এমপি আবদুছ ছাত্তার বলেন, চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন। ভালো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার জন্যই নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।